সুমন তুরহান

হুমায়ুন আজাদঃ অসমাপ্ত অশেষ সুন্দর

'বেশি কাজ বাকি নেই, বেলা পড়ার আগেই গোধূলি দেখতে দেখতে
ফিরবো ঘরে, যদি শেষ নাও হয় সব কাজ দুঃখ থাকবে না,
আমাকে থাকবে ঘিরে গোধুলির খুরের শব্দ পাখিদের স্বর উত্তরের জমির
গন্ধ রাতের আকাশ অসমাপ্ত অশেষ সুন্দর।'

(বেশি কাজ বাকি নেই)

তাঁর কথা ভাবতে চাইনা, ভাবতে ভালো লাগেনা । তবু প্রতি ফেব্রুয়ারি শেষে আক্রান্ত হই তীব্র নীরর্থকতাবোধে, দিগন্ত জুড়ে নেমে আসে মহাজগতের মতো বিপুল অন্ধকার; কোনো রাতও অতো অন্ধকার নয়। রাহুগ্রস্থ সভ্যতার অবশিষ্ট সামান্য আলোকটুকুও আর নেই। আর ফেরা নেই, আর অগ্রগতি নেই, চিরকালের মতো থেমে গেছে তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণ। আর কখনো তিনি নিঃশ্বাস নেবেন না; আলো তাঁকে আর চকিত করবেনা; তাঁকে সুখী করবেনা নক্ষত্র, শিশির, ঘাসফড়িং, ইন্দ্রিয়, নদী বা নারী; তাঁর অনন্য মগজে সাড়া দেবেনা বর্ণমালা আর ধ্বণিপুঞ্জ; খাবার খুঁজতে এসে ফিরে যাবে উদাসীন দাঁড়কাক।

তাঁর কথা ভাবতে চাইনা, ভাবতে ভালো লাগে না। তীব্র শুন্যতা ঘিরে ধরে চারপাশ।

সংঘটিত হয়েছে একটি অসামান্য জীবনের ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি; আমাদের নষ্ট অসভ্য ইতর জংলি মূর্খধর্মগ্রস্থ, বর্বরশাসিত সমাজরাষ্ট্র তাঁকে বেঁচে থাকতে দেয়নি। কিন্তু তাঁকে কি আরো আগে স্তব্ধ করে দেয়া যেতো না? তিনি কি চিরকাল প্রথা , কূপমন্ডকতা , আর সংস্কারের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন না? বাঙলাদেশের প্রগতিশীলদের মাঝে আর কেউ তাঁর মতো স্পষ্টভাষী ছিলেন না, আর কেউ এমন তীব্র ভাষার শানিত চাবুকে বাঙালি মুসলমানকে চাবকানোর সাহস করেন নি। আমাদের দুর্বল, আপোষকামী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা সাধারণত ধর্মীয় কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতা নিয়ে দু'চারটি কথা বলেই উপসংহারে পৌছে যান। শুধু তিনি ছিলেন অনন্য ব্যতিক্রম; শুধু কুসংস্কারকে আক্রমণ করেই দায়িত্ব শেষ করেন নি, খোদ বিশ্বাস আর সংস্কারের গায়ে করেছেন আঘাতের পর আঘাত। প্রায় সত্তরটি গ্রন্থের অজস্র পৃষ্ঠায় তিনি ছিন্নভিন্ন করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগযুগলালিত দূর্গ। তাঁর সৃষ্টি আলোড়ন জাগিয়েছে প্রচন্ড, বিভিন্ন সময়ে, বিতর্ক সৃষ্টি করেছে তীব্র; এবং বছরের পর বছর তিনি ছিলেন আমাদের পাঠক ও জাগ্রত চেতনার মধ্যে।

প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন -আমাদের একমাত্র প্রথাবিরোধী।

চূড়ান্ত বাকদক্ষ তাঁর বক্তব্যে আক্রান্ত হয়েছে ধর্ম, ঐতিহ্য, প্রাচ্যবাদ, পুরুষতন্ত্র- এমন আরো অনেক সামাজিক আবর্জনা। আরো অনেক বিভ্রান্তিকর, তথাকথিত প্রাগতিশীল বুদ্ধিজীবিগণ, যাদের লেখকজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মাঝখানে বাস করে অসততার মহাসাগর, তাদের তুলনায় তিনি ছিলেন সৎ ও সুস্পষ্ট। তাঁর সাথে মুখোমুখি দেখা করার আগে তাঁকে ঘিরে আমার মধ্যে বাস করতো রহস্য, মনে হতো এই

মানুষটি আলো আঁধারির সান্ধ্য রহস্যঘেরা এক কবি। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই আবিষ্কার করি তিনি কোনো রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক নন, তাঁর সবটাই ভোরের আলোর মতো স্বচ্ছ। তিনি একজন সুস্পষ্ট মানুষ, যাঁর লেখা কথা কাজ বক্তব্য ও জীবনধারণ পদ্ধতি সুস্পষ্ট। কিছুটা উদ্ধত মনে হয়েছিলো তাঁকে, এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর প্রতিভার ঔদ্ধত্যে।

প্রথা ও প্রতিক্রিয়ার কালো দানবিক সুর কখনো তাঁর ভেতরে প্রবেশ করেনি।

তাঁকে ঘিরে ধরেনি সুবিধার সোনালি খড়কুটো, যেমন ঘিরে ধরেছিলো আরো অনেককে। শুধু তিনিই সাফল্যের ক্ষুদকুড়ো ভিক্ষে চান নি কোনো দল, সংঘ বা গোত্রের কাছে । মূর্খদের রচিত ইতিহাসে তিনি হয়তো বহুকাল 'বিতর্কিত লেখক' হিসেবেই আখ্যায়িত হয়ে থাকবেন, কেননা তাঁর সম্পর্কে এই নিরর্থক বিশেষনটি বেশ প্রচলন পেয়েছে; তবে সভ্যতার বিকাশের জন্যে বিতর্ক খুবই দরকার।

প্রথাগত বাঙালিত্বের সীমানা পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বাংশে আধুনিক; সমালোচনা সাহিত্যে এনেছিলেন নতুন মাত্রা- চিরে দিয়েছিলেন অসংখ্য ভন্ড ও নিম্নমানসম্পন্ন জনপ্রিয়দের খোলস। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বাঙলা তুলনামূলক সাহিত্যে প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারার পার্থক্যকে। তাঁর সেই সমালোচনা সুখকর মনে হয়নি আল মাহমুদ, সৈয়দ আবুল আহসান, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-র মতো আরো অনেক কবিযশোপ্রার্থীদের কাছে।

চারিদিকে তিনি যখন দেখেছেন ভয়, স্থবিরতা ও শ্বাসরুদ্ধকরতা তখন তিনি কথা বলেছেন। যখন সকলে চোখ বুজে আরাধনা করেছেন প্রতিক্রিয়ার তখন তিনি কথা বলেছেন। যখন চারিদিকে চলছিলো মুদ্রিত মিথ্যাচারের মহোৎসব তখন তিনি প্রতিবাদ করে উঠেছেন। তাই অনেকে তাঁকে বলতেন 'সাহসী'। আমাদের মাতৃভূমি আজ এতোটাই নষ্ট যে, অকপট সত্য কথা বলাও এখানে সাহসের পরিচায়ক। যেখানে রাষ্ট্র প্রথাবাদী, মানুষ সৃষ্টিশীলতাহীন, সমাজ নৈতিক দুর্দশাগ্রস্থ সেখানে সত্য বলা টাওয়ারের বিশতলা থেকে লাফিয়ে পড়ার চেয়েও বিপদজনক।

আমরা কি তাঁর মতো স্বাভাবিক সত্য বলতে পারি?

কবিতায় তিনি ছিলেন আমাদের আধুনিকতম প্রতিনিধি। জনপ্রিয় শ্লোগান বা স্তুতি রচনা করেননি তিনি, কবিতার নামে পদ্য দিয়ে প্রতারণা করেননি আমাদের চিরপ্রতারিত বিহ্বল পাঠককে। তাঁর কবিতাই পাই ভাষিক বিশুদ্ধতার সুস্থতম সৃষ্টিশীল রূপ, পাই এ-সময়ের শ্রেষ্ঠ আবেগ উপলব্ধি কামনা বাসনা হতাশা ও সৌন্দর্যবোধ। সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা নামে পচাগলা দুর্গন্ধময় আবর্জনাসমষ্টি হয়ে উঠেছে তাঁর সুতীব্র ব্যঙ্গ আর আক্রমণের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও প্রতিবাদকে তিনি এমন শৈল্পিক অথচ আন্তরিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতায়, যার তুলনা পাইনা। শুধুমাত্র খ্যাতির জন্যে তিনি প্রলাপ ও কবিতাকে এক করে দেখেননি, ভোগেন নি বাঙলা কবিতার এই জনপ্রিয়তম রোগে।

পিঠে কূঁজ বেছে নিতে পছন্দ করেন আমাদের বুদ্ধিজীবিরা, কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন কুঁজের বদলে ছুরিকাকে, অস্বীকার করেছিলেন মাথা নিচু করে দাঁড়াতে। আমাদের বর্বর সমাজরাষ্ট্র কেঁপে কেঁপে উঠেছে তাঁর লেখায়, আতঙ্কিত হয়েছে জঘন্য মৌলবাদ। এই পঙ্গু, নষ্ট, বিষাক্ত, বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্র পারে শুধু একজন মুক্তচিন্তককে ছিন্নভিন্ন করে দিতে, ভয়াবহ হিংস্র নেকড়েচালিত রাষ্ট্রের কাছে এরচেয়ে উন্নত সংস্কৃতি কি করে আশা করতে পারি? চারপাশে যখন ভেজাল মূর্খ ভন্ড কপট সুবিধাবাদী ও দালালদের

গলা ভরে গেছে বাৎসরিক সোনার পদকে, তখন আক্রান্ত হয়েই পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি।

মৃত্যুকে তাঁর মতো কবিতাময় করে তুলতে কে পেরেছে?

‘স্বর্গনরক নেই, আমরা কেউ স্বর্গে বা নরকে যাবো না, কিছুদিন শুয়ে থাকবো নিজ নিজ গোবরগাদায়। আমি জানি, ভালো করেই জানি, কিছু অপেক্ষা করে নেই আমার জন্যে; কোনো বিস্মৃতির বিষন্ন জলধারা, কোনো প্রেতলোক, কোনো পুনরুত্থান, কোনো বিচারক, কোনো স্বর্গ, কোনো নরক; আমি আছি, একদিন থাকবো না , মিশে যাবো, অপরিচিত হয়ে যাবো, জানবো না আমি ছিলাম। নিরর্থক সব পূণ্যশ্লোক, তাৎপর্যহীন প্রার্থনা, হাস্যকর উদ্ধত সমাধি; মৃত্যুর পর যেকোনো জায়গাই আমি পড়ে থাকতে পারি,- জঞ্জালে, জলাভূমিতে, পথের পাশে, পাহাড়ের চূড়োয়, নদীতে। কিছুই অপবিত্র নয়, যেমন কিছুই পবিত্র নয়; কিন্তু সবকিছুই সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর এই নিরর্থক তাৎপর্যহীন জীবন। অমরতা চাইনা আমি, বেঁচে থাকতে চাইনা একশো বছর; আমি প্রস্তুত, তবে আজ নয়। চলে যাওয়ার পর কিছু চাই না আমি; দেহ বা দ্রাক্ষা, ওষ্ঠ বা অমৃত; তবে এখনি যেতে চাইনা; তাৎপর্যহীন জীবনকে আমার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে আমি আরো কিছুকাল তাৎপর্যপূর্ণ করে যেতে চাই। আরো কিছুকাল আমি নক্ষত্র দেখতে চাই, নারী দেখতে চাই, শিশির ছুঁতে চাই, ঘাসের গন্ধ পেতে চাই, পানীয়র স্বাদ পেতে চাই, বর্ণমালা আর ধ্বণিপুঞ্জের সাথে জড়িয়ে থাকতে চাই। আরো কিছুদিন আমি হেসে যেতে চাই। একদিন নামবে অন্ধকার- মহাজগতের থেকে বিপুল, মহাকালের থেকে অনন্ত; কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি আরো কিছুদূর যেতে চাই।’

(আমার অবিশ্বাস)

তাঁর কদর্য মৃত্যুদাতারা যখন হারিয়ে যাবে ইতিহাসের কালো গর্ভে, তখন তাঁর বিপুল রচনাবলী বদলে দিতে থাকবে আমাদের সমাজ সভ্যতা, ঘটাবে চিন্তার বিপ্লব। তিনি আলো জ্বেলে যাবেন হাজার বছর ধরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, শতাব্দীপরম্পরায়।

তিনি হুমায়ুন আজাদ; মৃত্যুঞ্জয়ী।

****